39

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ও ঝুঁকি নিয়ে নকল ধরলে পুরস্কার

নকলবাজি হলে কেন্দ্র বাতিল

রাশেদ আহমদ ॥ পরীক্ষায় নকলবাজিতে প্রসিদ্ধ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হবে। ঝুঁকি নিয়ে নকল ধরার জন্যে শিক্ষকরা পাবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সম্মাননা। এছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ধরিয়ে দিতে পারলে পাওয়া যাবে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল সোমবার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষামন্ত্রী গতকালই নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। তার নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষায় নকল করা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খুলনার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারি বিএল কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয়ে যেতে পারে। নকল ধরার দায়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক ক্ষতিপূরণ পাবেন। গতকাল এ সম্পর্কিত একটি আদেশনামা তিনি শিক্ষা সচিবকে পাঠিয়েছেন। এছাড়া গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের হোতাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্যে চট্টগ্রামের এক ম্যাজিস্ট্রেট ও গোয়েন্দা বিভাগের ২ ব্যক্তি পাচ্ছেন ৫ লাখ টাকা পুরস্কার। তবে এই তিন ব্যক্তিই যেহেতু তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রশ্ন ফাঁসের আসল ঘটনা উদ্ধার করেছে। তাই তাদের মধ্যে ৫ লাখ টাকা ভাগ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। তারা সীতাকুন্ডের এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে প্রশ্নপত্র উদ্ধার করেন এবং তার সূত্র ধরে বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁসের কাহিনী বের করা হয়।

গত ২৬শে নভেম্বর খুলনার সরকারি বিএল কলেজে পরীক্ষায় নকল ধরাকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও পুলিশের টিয়ার গ্যাস কেন্দ্র ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

কেন্দ্র ঃ বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ঘটনায় প্রকাশ, ঐদিন অনুষ্ঠিত এমএসসি পরীক্ষায় শংকর রায় ও রিয়াজ নামে দুই পরীক্ষার্থী নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লে অধ্যাপক ইয়াকুব আলী তাদের বহিষ্কার করেন। এ ঘটনার পর ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা উত্তেজিত হয়ে ঐ দুই ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল ও ভাঙচুর শুরু করে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাসে রক্ষিত অধ্যাপক ইয়াকুব আলীর মোটর সাইকেল (খুলনা-এ-২৯৬৭) পুড়িয়ে দেয়। এ সময় পুলিশ তাদের বাধা দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা নিক্ষেপ করে ইটপাটকেল আর পুলিশ ছোড়ে টিয়ারগ্যাস।

এ ঘটনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌছার পর গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ঐ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষককে ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দেন শিক্ষা সচিবকে। মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল হবে বা নকলের জন্যে প্রসিদ্ধ সেসব কেন্দ্র বাতিল করা হবে। শুধু নকল করা নয়, নকলে যদি কোন শিক্ষক সহায়তা করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর নকল ধরতে গিয়ে শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হলে তিনি পাবেন সম্মাননা।